চাকরির প্রস্তুতি বায়োডাটা

বিজন কুমার দাস

দৈনিক জনকণ্ঠ তারিখ ২০ ডিসেম্বর ১৯৯৯

যে কোন চাকরি পাওয়ার প্রথম ধাপ আবেদনপত্র। সেই চিঠিতে নিজেকে প্রমাণ করার জন্য পাঠাতে হবে বায়োডাটা। এই বায়োডাটা স্মার্টনেসই আপনার বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দেয়। কেমন করে লিখবেন বায়োডাটা ? কি কি তথ্য বায়োডাটার ক্ষেত্রে অতি জরুরী ? কিভাবে একই ব্যক্তির জীবনপঞ্জি নানাভাবে লেখা যায়? এসব তথ্য নিয়েই এ প্রতিবেদন। আ কেন বায়োডাটা-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডি অতিক্রম করে যাঁরা চাকরির জগতে ঢোকার চেষ্টা করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন কোন একটি সংস্থাতে কোন বিশেষ পদের জন্য দরখাস্ত করে ইন্টারভিউ পেতে হলে প্রার্থীকে প্রাথমিকভাবে নিজের যোগ্যতার কথা উল্লেখ করে পরিচয় প্রকাশ করতে হবে। দরখাস্ত কারীদের মধ্যে যাঁরা নিজেদের পরিচয় আকর্ষণভাবে দরখাস্ত প্রকাশ করতে পারেন, তাঁদের পক্ষে ইন্টারভিউতে ডাক পাওয়ার তত সহজ হয়ে ওঠে। সেজন্যই বায়োডাটার প্রতি যত্নবান হওয়া জরুরী। আ বায়োডাটায় কি কি থাকবে-যেহেতু বায়োডাটা হলো দরখাস্তকারীর সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচয়। সেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বায়োডাটার গঠনমূলক পরিবর্তন হতে থাকে। তাই বাড়িতে একটা মাষ্টার বায়োডাটা রাখা ভাল। যেখানে দরখাস্তকারীর যোগ্যতা ও ভূমিকার পরিবর্তনগুলো সময়নুক্রমিকভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এখানে সমস্ত খুঁটিনাটির বিবরণ থাকবে। কোন এক বিশেষ পদের জন্য দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে কর্মদাতার প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের যোগ্যতা ও ভূমিকার কথা বলে একটি আদর্শ বায়োডাটা তৈরি করতে হবে। যেহেতু বায়োডাটাই নিজের যোগ্যতার পরিচয়, সে কারণে হাল্কা মেজাজে প্রস্তুত করা বায়োডাটা দরখাস্তকারীর যোগ্যতা ও তাগিদ সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। এজন্য প্রথমে নাম, ঠিকানা, টেলিফোন, স্থায়ী ঠিকান ও বর্তমান ঠিকানা লিখুন। পরে শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ লিখুন। এখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, অর্জিত ডিগ্রী, প্রাপ্ত শ্রেণী ও বিভাগ এবং বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করুন। কোন পরীক্ষায় খুব ভাল নম্বর পেয়ে থাকলে তাও উল্লেখ করতে পারেন। ব্যক্তিগত তথ্যে আপনার বয়স, জন্ম তারিখ, বৈবাহিক অবস্থায়, স্বাস্থ্য, ধর্ম এবং জাতীয়তা উল্লেখ করুন। এছাড়া আপনার ভাল কোন শখের বিবরণ থাকলে লিখে দিতে পারেন। অভিজ্ঞতার বিবরণে অভিজ্ঞতা যদি থাকে তাহলে তা উল্লেখ করুন। আর চাকরির বাজারে যাঁরা একেবারেই নতুন তাঁদের উচিত হবে অভিজ্ঞতার স্থানে নিজের সম্ভাবনা সর্ম্পকে আলোকপাত করা। এজন্য আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পাঠ্যসূচী বহির্ভূত কার্যক্রমে অর্জিত কৃতিত্বের ওপর বেশি নজর দিন, যদি ছাত্রজীবনে কোন খন্ডকালীন কাজ বা ইন্টার্নিশিপ করে থাকেন তা উল্লেখ করতে পারেন। এছাড়া খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বিতর্ক বা অন্য কোন বিষয়ে কৃতিত্ব থাকলে তা লিখুন।